ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯

১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন

[১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯]

ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৬ মোতাবেক ১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

[১][(ক) "ইটের ভাঁটা" অর্থ এমন স্থান যেখানে ইট প্রস্তুত বা পোড়ানো হয়;

(কক) "জ্বালানী কাঠ" অর্থ বাঁশের মোথা ও খেজুর গাছসহ জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কাঠ।]

(খ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(গ) "ব্যক্তি" বলিতে কোন কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কেও বুঝাইবে;

(ঘ) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

[৩][* * *] লাইসেন্স

৪। [২][(১) লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইটের ভাঁটা স্থাপন করিতে পারিবেন না বা ইট প্রস্তুত বা ইট পোড়াইতে পারিবেন না।]

---

[১] (ক) ও (কক) দফাগুলি ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] উপ-ধারা (১) ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] "ইট পোড়ানো" শব্দগুলি ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে বিলুপ্ত।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Bangladesh.

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং ফিস প্রদান করিয়া উপ-ধারা (১) এ উলেস্নখিত লাইসেন্সের জন্য [১][সংশিস্নষ্ট][২][জেলা প্রশাসকের] নিকট দরখাস্ত্ম পেশ করিতে হইবে।

[৩][(৩) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, যিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিম্নে হইবেন না, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বা যেখানে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নাই সেখানে বন কর্মকর্তা এবং সংশিস্নষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমন্বয়ে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি তদন্ত্ম কমিটি থাকিবে।

(৩ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত্ম সংশিস্নষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন গঠিত তদন্ত্ম কমিটির নিকট দরখাস্ত্ম উলিস্নখিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত্মপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রেরিত হইবে।

(৩খ) উপ-ধারা (৩ক) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক ড়োত্রমত দরখাস্ত্মকারীকে বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।]

(৪) ইট পোড়ানোর জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স, উহা প্রদানের তারিখ হইতে, [৪][তিন] বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে, তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সে উলিস্নখিত কোন শর্ত লংঘন করেন, তাহা হইলে [৫][জেলা প্রশাসক] উক্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রস্ত্মাবিত লাইসেন্স বাতিলের বিরস্নদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান না করিয়া লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

---

১ "সংশি□ষ্ট" শব্দটি "যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার" শব্দগুলির পরিবর্তে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ "জেলা প্রশাসকের" শব্দগুলি "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের" শব্দগুলির পরিবর্তে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২২ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৩ উপ-ধারা (৩), (৩ক) ও (৩খ) পূর্ববর্তী উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৪ "তিন" শব্দটি "পাচঁ" শব্দটির পরিবর্তে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৫ "জেলা প্রশাসক" শব্দগুলি "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পরিবর্তে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২২ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

[১][(৫) এই ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, উপজেলা সদরের সীমানা হইতে তিন কিলোমিটার, সংরক্ষিত, রক্ষিত, হুকুম দখল বা অধিগ্রহণকৃত বা সরকারের নিকট ন্যস্ত বনাঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, আবাসিক এলাকা ও ফলের বাগান হইতে তিন কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপন করার লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না এবং এই ধারা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত সীমানার মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপিত হইয়া থাকিলে সংশিস্নষ্ট লাইসেন্স গ্রহীতা, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, এই উপ-ধারার বিধান মোতাবেক, উহা যথাযথ স্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় সংশিস্নষ্ট লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায় "আবাসিক এলাকা" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি পরিবার বসবাস করে এমন এলাকা এবং "ফলের বাগান" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি ফলজ বা বনজ গাছ আছে এমন বাগানকে বুঝাইবে।]

জ্বালানী কাঠ দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ

৫। কোন ব্যক্তি ইট পোড়ানোর জন্য [২][জ্বালানী কাঠ] ব্যবহার করিবেন না।

পরিদর্শন

[৩][**৬।** (১) এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপণ করার জন্য জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাঁহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, কোন প্রকার নোটিশ ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাঁটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে,-

(ক) ইটের ভাঁটায় মওজুদ ইটগুলো পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট এবং জ্বালানী কাঠ আটক করিতে পারিবেন;

(খ) লাইসেন্স ব্যতীত ইটের ভাঁটা স্থাপন করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট, সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য

---

[১] উপ-ধারা (৫) ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে সংযোজিত।

[২] "জ্বালানী কাঠ" শব্দগুলি "জ্বালানী" শব্দটির পরিবর্তে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] ধারা ৬ ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

মালামাল আটক করিতে পারিবেন।]

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

দণ্ড

[১][৭। কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ বিচারকালে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধারা ৬ এর অধীন আটককৃত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে আদালত উক্ত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিবেন।]

অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ

[২][৮। [৩][(১) জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাঁহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।]

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহনীয় (Cognizable) হইবে।]

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৯। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

---

[১] ধারা ৭ ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ৮ ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২২ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপ-ধারা (১) ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.